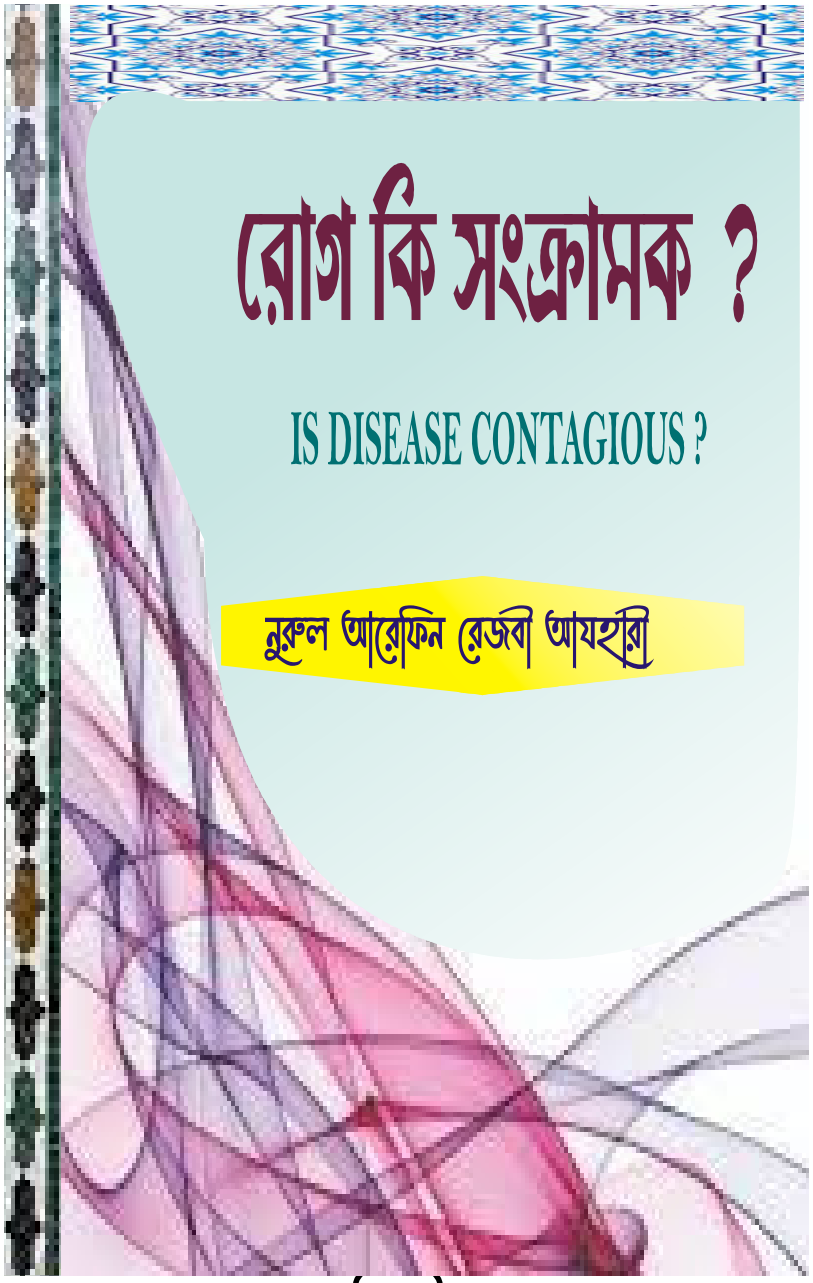

রোগ কি সংক্রামক ?

হাদিস শরীফের আলোকে বিশ্লেষণ

Is disease contagious

লেখক
মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী
(এম.এ,বি.এড)

রোগ কি সংক্রামক ?

হাদিস শরীফের আলোকে বিশ্লেষণ

Is disease contagious

লেখক

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

(এম.এ,বি.এড)

পূর্বপাঠ

রোগ কি সংক্রামক ? এ বিষয় নিয়ে বিদ্যজনদের মধ্যে বির্তকের শেষ নেই। অনেকে আবার অন্ধ বিশ্বাসের মত রোগকে সংক্রামক বিশ্বাস রেখে নিজেদের ঈমানকে দূর্বল করে ফেলছে। এ বিষয় নিয়ে সঠিক সমাধান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এক ক্ষুদ্র লেখনী। যদিও এর অধিকাংশটাই নকল করা হয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্বখ্যাত রিসালা ''আল হাক্কুল মুজতালা ফি হুকমিল মুবতালা'' হতে যেটি ফাতওয়া রেজবীয়া শরীফের মধ্যে বিদ্যমান। লেখনীটি পাঠ করে যদি মুসলিম সমাজ উপকৃত হয় এবং হাদিস শরীফের উপর তথা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী 'লা আদওয়া' (রোগ সংক্রামক নয়) উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে তাহলে অধমের মেহনত স্বার্থক হবে।

ফক্বীর নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী
রমজান শরীফ,১৪৪১ হিজরী

সূচনা

الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان. وصلاته وسلامه على عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين ، والفقهاء من الإنس والجان . وعلى آله سادات ذرية عدنان . وعلى صحبه الذين حققوا الحق بالبينات والبرهان

এ অধ্যায় শুরুতেই একথা স্মরণ করানো জরুরী বলে মনে করি যে, 'রোগ সংক্রামক কী-না' এ প্রসঙ্গে উভয় প্রকারের হাদীস বিদ্যমান রয়েছে বলে অনেকে ধারণা। বর্ণিত উভয় প্রকার হাদিস সমূহের সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করে সঠিক তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছানো একমাত্র গভীর জ্ঞানের ওলামা ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে দুটি অধ্যাযের প্রথম অধ্যায়ে রোগ সংক্রামক এর পক্ষে যে সকল হাদিস সমূহ যাচ্ছে বলে মনে হয় সেগুলি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে রোগ সংক্রামক এর বিপক্ষে হাদিস সমূহ আলোচনা করা হবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম হাদীসঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-''কুষ্ঠরোগী হতে বেচেঁ থাকো যেরূপ বাঘ থেকে বেঁচে থাকো।''[১]

দ্বিতীয় হাদীসঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন- ''কুষ্ঠরোগী থেকে বাঁচো যেমন হিংস্র জন্তু থেকে বাঁচো। সে যদি কোন নালাতে নামে তাহলে তুমি অন্য নালাতে নামো।''[২]

তৃতীয় হাদীসঃ- হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ

১. আল জামিউস সাগির ১/১৫

২.আত্ তাবকাতুল কুবরা ৪/১১৭ পৃঃ; আত্তাবারী

করেন- ''কুষ্ঠরোগীর সহিত এভাবে কথা বল, যেন তার হতে তোমার মধ্যে এক-দুই বর্শা পরিমান দুরত্ব থাকে।''[১]

চতুর্থ হাদীসঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-''কুষ্ঠরোগীকে গভীর দৃষ্টিতে. দেখো না।''[২]

পঞ্চম হাদীসঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-''কুষ্ঠরোগীর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাও না। তার সহিত কথা বল এভাবে যেন তোমার এবং তার মধ্যে এক বর্যা পরিমান দুরত্ব বজায় থাকে।'' এছাড়াও আরও কিছু হাদিস এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এরপর আমরা দেখবো ওই সকল হাদিস সমূহকে যেগুলির মধ্যে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগ সংক্রামক-এর বিপক্ষে ইরশাদ করেছেন।

ষষ্ঠ হাদীসঃ-আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাতঃকালে কিছু লোকেদের দাওয়াত করলেন;তাদের মধ্যে মাইক্বীব রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন,এবং তাঁকেও সকলের সহিত খাবারের মধ্যে শরীক করা হল। হযরত আমীরুল মুমিনীন তাঁকে বললেন- নিজ সম্মুখভাগ হতে গ্রহণ করুন,আর আপনি ব্যতীত অন্যকেও ওই রোগের রোগী যদি হত,তাহলে আমার সহিত একই পাত্রে খেত না;আমার সহিত তার এক বল্লম পরিমাণ দুরত্ব থাকত।

সপ্তম হাদীসঃ-মাহমুদ বিন লাবিদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছু জারশ প্রদেশের বাসিন্দা বর্ণনা করে -.আব্দুল্লা বিন জাফর তাইয়ার

১.কানযুল উম্মাল হাদিস নং ২৭৩২৯

২.সুনানে ইবনে মাজা-কিতাবুত ত্বীব ২৪১ পৃঃ

৩.তবকাতুল কুবরা ৪/১১৮ পৃঃ

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাইয়েদে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফরমিয়েছেন''কুষ্ঠ রোগী হতে বাচোঁ যেরূপ হিংস্র প্রাণী হতে বেচেঁ থাকো,সেটা যদি কোন নালাতে নামে তাহলে তুমি অপর নালাতে নামো।'' আমি বললাম- ওয়াল্লাহ! যদি আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ বায়ান করে থাকেন তাহলে ভুল বলেননি।' যখন আমি মাদিনা ত্বাইয়্যেবায় এলাম এবং তাঁর (হযরত জাফর তাইয়ার) সহিত সাক্ষাত করলাম এবং উক্ত হাদিসের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এরূপভাবে যে,জারশ প্রাদেশের বাসিন্দারা আপনার হতে এরূপ বর্ণনা করছে। তিনি ইরশাদ করলেন- ''আল্লাহ ক্বসম ,তারা ভুল নকল করেছে। আমি উক্ত হাদিস তাদেরকে বর্ণনা করিনি। আমি তো আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে এরূপ দেখেছি যে, পানি তার নিকট নিয়ে আসা হত- তিনি সেটা মাইক্কীব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দিতেন। মায়িক্কীব পান করে নিজ হাতে আমিরুল মুমিনিনকে দিতেন;তাঁর মুখ লাগানো অংশে স্বীয় মুখ রেখে আমিরুল মুমিনিন পানি পান করতেন। আমি বুঝিযে-আমিরুল মুমিনিন এজন্য করতেন যে,রোগ উড়ে গিয়ে লাগার ভয় তার অন্তরে যেন স্থান না পায়।[১]

অষ্টম হাদিসঃ আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু দরবারে সাক্বীফ গোত্রের বার্তা বাহক উপস্থিত হয়। খাবার উপস্থিত করাহয়;তাঁরা নিকটে আসে কিন্তু তাঁদের মধ্যেই একজনা উক্ত রোগে রোগাক্রান্ত ছিল,যেকারনে সে পৃথক হয়ে যায়। সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন-নিকটে এসো,নিকটে এসো। আরও বললেন-খাবার খাও। হযরাত ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবি বকর

১.মুসান্নাফ ইবনে আব শাইবা হাদিস নং ৪৫৮৭ ; কানযুল উম্মাল হাদিস নং ২৮৪৯৮

. রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন-হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান হতে খাওয়া শুরু করলেন যেখান থেকে ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি লোকমা নিচ্ছিল।[১]

নবম হাদিসঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- বালা (রোগ) গ্রস্থ ব্যক্তির সহিত খাবার খাও বিনয়ের সহিত ও আল্লাহর উপর ঈমাণের সহিত।[২]

দশম হাদিসঃ- একজন বিবি উম্মুল মুমিনিন হযরাত সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন-হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কি কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে এরূপ বলেছেন-''তাদের হতে এরূপ ভাগ যেরূপ বাঘকে দেখে পলায়ন কব''? উম্মুল মুমিনিন ফরমালেন-কক্ষনও নয়। বরং এরূপ ফরমাতেন-''রোগ উড়ে গিয়ে (ছোঁয়াচে) লাগেনা ।'' [৩]

উভয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণ

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত অধ্যায়ের হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করে বলেন-''দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাদিস সমূহ. স্বতন্ত্রতার দিক থেকে স্বীয় স্থানে সঠিকরূপে সাবস্ত্য যে রোগ উড়ে গিয়ে লাগেনা;কোন রোগ একজনা হতে অপরজনাকে পৌঁছায়না- কোন সুস্থ ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট গেলে কিংবা তার সহিত সম্পর্ক রাখলে তার মধ্যে ঐ রোগ ছড়িয়ে পরে. না। বাস্তবিকই, প্রথমে যার মধ্যে রোগ দেখা দিয়েছিল তাহলে তার কাছে কিরূপ ভাবে এসেছিল। উক্ত সকল মুতাওয়াতির বর্ণনা পরিষ্কার ভাবে জানার পর এবং উচ্চ পর্যায়ের ইরশাদ শোনার পর এরুপ খেয়াল কোন মতেই আসেনা ,যে প্রকৃতপক্ষে রোগ ছড়িয়ে গিয়ে আক্রান্ত করে। কিন্তু রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১.শারহে মায়ানিল আল আসার ২/৪১৮ পৃঃ
৩.কানযুল উম্মাল হাদিস নং ২৮৫০৭

জাহিলিয়াত যুগের সংশয়কে মোচন করার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে তার অস্বীকার করেছেন। পূনরায় হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের বাস্তবিক কর্মের মধ্যেও কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের নিজেদের সাথে খাবার খাওয়ানো,তাদের উছিষ্ঠ পানি পান করা,তাদের হাতের সহিত হাত দ্বারা ধরে পাত্রের মধ্যে রাখা,তাদের খাদ্য গ্রহণের স্থান হতে খাবার গ্রহণ করা,যেস্থানে মুখলাগিয়ে তারা পান করে সেই স্থানে পান করা ; ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ দ্বারা এটা পরিষ্কারযে, আদ্ওয়া অর্থাৎ এক জনার রোগ অপর জনকে গিয়ে রোগাক্রান্ত করা একদম ভুল ধারণা; নতুবা নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কক্ষণই স্বীকৃত হত না। এরপর আসি প্রথম অধ্যায়ের হাদিস সমূহের দিকে- উক্ত হাদিস সমূহ হাদিসের শ্রেণীগত দিক দিয়ে 'সহীহ' নয়,বরং বর্ণিত হাদিস সমূহের অধিকাংশই 'জয়ীফ'বা দূর্বল। আলা হযরত বর্ণনা করেন-কিছু কিছু হাদিস 'হাসান'হাদিসের পর্যাযভুক্ত আবার প্রথম হাদিসটি 'সহীহ' হতেও পারে কিন্তু ২য় অধ্যায়ের উক্ত হাদিসটি এর তুলনায় উচ্চ; যা বোখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'কুষ্ঠরোগীকে গভীর দৃষ্টিতে. দেখো না' এর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা মানাবী শারহে জামিয়ুস সাগিরে বর্ণনা করেছেন-এজন্য যে, এটা হল এক প্রকার কষ্টকর ব্যধি, আর যেন তাকে দেখে তোমার মধ্যে ঘৃণা না জন্মায় এবং তুমি তাকে ঘৃণার চোখে দেখ ; আর ঐ রোগাক্রান্তকে তুমি কলঙ্কিত ভেবে নিচু নজরে না দেখ। [১]

''রোগ সংক্রামক''-এরূপ বিশ্বাস রাখা জাহিলীযুগের প্রথা

আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রোগ সংক্রামক হওয়া - এরূপ বিশ্বাস জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা করত। তারা এরূপ মনে করত যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাশে বসলে তার সহিত খেলে বা কোনরূপ সম্পর্ক রাখলে রোগ গিয়ে সুস্থদেরকেও রোগাক্রান্ত করে ফেলে । এরূপ বাতিল বিশ্বাসের খন্ডন স্বরূপ রোগ ছড়িযে

১. আত-তাইসির শারহে জামিয়ুস্সাগির ২/৪৯১ পৃঃ

পড়ে না; আর এরূপ আক্বীদা মুসলমানদের জন্য গৃহিত হয়েছে। মা সাবাতা বিস্সুন্নাত পুস্তকে এরূপ ভাবে এসেছে - যেরূপ ভাবে কুষ্ঠরোগী হতে দূর যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ঃ তার কারণ হল কোন ব্যাক্তি যদি সুস্থ অবস্থায় কুষ্ঠ রোগীর সহিত সম্পর্ক রাখে, ঘটনাক্রমে যদি আল্লাহ তায়ালা হুকুমে তার মধ্যে ঐ রোগটি দেখা দেয় ; তাহলে সে এরূপ মন্তব্য করতে থাকবে যে, আমি উক্ত রোগাক্রান্ত হয়েছি- অমুকের সহিত সম্পর্ক রাখার কারণে। পূণরায় সে রোগ সংক্রমক ধারনায় জাহিলী যুগের কাফেরদের ন্যয় বিশ্বাস স্থাপন করবে । যার ফলে তার আক্বীদাকে সঠিক রাখার উদ্দেশ্যেই রোগী থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে ,এবং তার মধ্যে যেন এরূপ কোন সন্দেহও জাগ্রত না হয় যে রোগ হল সংক্রামক।(মা সাবাতা বিস্সুন্নাত ৮ পৃঃ)ইমাম বাগবী বর্ণনা করেন, মনে করা হয় কুষ্ঠ হল দুর্গন্ধযুক্ত রোগ। যেকেও এই রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির সহিত অধিক সময় সম্পর্ক ও পানাহার করে ঐরোগ তাকেও স্পর্শ করতে পারে-আর এটা সংক্রামক নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি অধ্যায়। যেরূপ ভাবে অপছন্দনীয় বস্তু ভক্ষণ করা ক্ষতিকর;দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর ঘ্রাণ নেওয়া স্বাস্থের ক্ষতিকর অনূরূপ এটাও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছু আল্লাহ তায়ালার মর্জিতে হয়। (মাজমায়ুল বেহার আনওয়ার ৩/৫৪৪)

উক্ত আলোচনার দ্বারা পরিশেষে ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু আনহু বাক্য দ্বারা এভাবে উপসংহার টানা যেতে পারে- ''এককথায় সঠিক মাযহাব দ্বারা সাবস্ত্য যে কুষ্ঠ,মহামারী (ভাইরাস ঘটিত , প্লেগ প্রভৃতি) সংক্রামক নয় অর্থাৎ একজন হতে অপরজনার মধ্যে কক্ষণই ছড়িয়ে পড়ে না। '' (রিসালা-আল হাক্কুল মুজতালা ফি হুকমিল মুবতালা)